Re. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : V Issue : V, 15th August, 2016 ভাদ্র, ১৪২৩, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী

আবির্ভাব - ১৫ই আগষ্ট, ১৮৭২
তিরোভাব - ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০

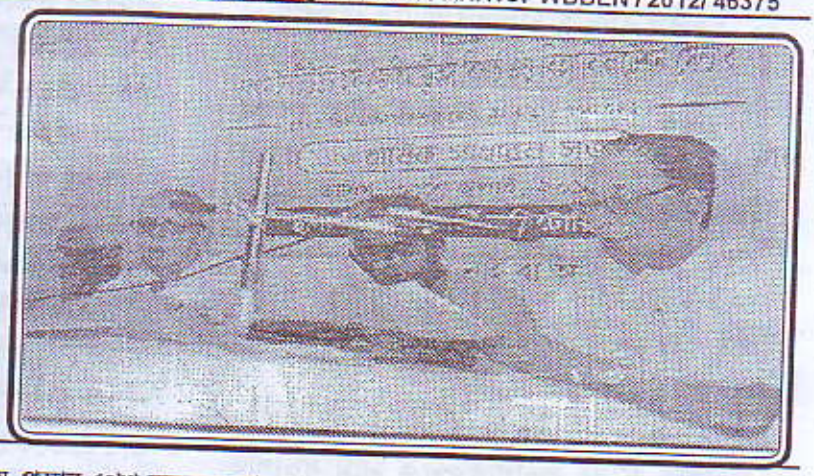

১১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাব পেশ করছেন ডাঃ প্রাণ শঙ্কর সাহা (সহ-সভাপতি) মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়

শ্রীশ্রী অরবিন্দ ঘোষ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

অশোক রঞ্জন ধর

১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট শ্রী অরবিন্দ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ। ৭ বছর বয়সে দুই দাদার সঙ্গে কৃষ্ণ চন্দ্র তাঁকে বিলেত নিয়ে যান। ওখানেই অরবিন্দের পাঠ শুরু। গ্রীক ও লাতিন ভাষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় মজলিসের সম্পাদক রূপে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে ভারতের মুক্তির পথ হিসাবে সশস্ত্র বিদ্রোহের ইঙ্গিত ছিল। আই.সি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সেই চাকুরীতে যোগ না দিয়ে দেশে ফিরে বরোদা স্টেট সার্ভিসে যোগ দেন। ১৯০১ সালে তিনি মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫) তাঁকে প্রকাশ্য নেতৃত্ব নিয়ে আসে। ঐ সময় 'যুগান্তর' পত্রিকা চালু করলেও তিনি বিপিন চন্দ্র পালের 'বন্দে মাতরম্' এ যোগ দেন। ১৯০৭ সালে এই পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু লেখার জন্য তিনি গ্রেফতার হলেও অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি। ১৯০৮ সালের মে মাসে আরো ৩৮ জন বিপ্লবীর সঙ্গে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯০৯ সালের ৬ই মে তিনি মুক্তি পান। জেলে থাকাকালীন ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। পরের বছর এক সন্ধ্যায় তিনি জানতে পারেন তাঁর দপ্তরে তল্লাশি চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। 'অন্তরের নির্দেশে' তিনি ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর এবং সেখান থেকে পন্ডিচেরী চলে যান। সেখানে তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যান। রাজনীতি ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক উন্নতির

পথ খুঁজতে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। এই কাজে তিনি ফরাসী দম্পতি পল রিশার ও মীরা রিশার এর সাহায্য পান। মীরা রিশার পরবর্তীকালে 'মাদার' নামে পরিচিত হন। শ্রী অরবিন্দ ১৯২৬ সালে প্রকাশ্য জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। তাঁর প্রয়াণ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের কোন বদল ঘটাতে দেননি।

১১তম বার্ষিক সাধারণ সভার রিপোর্ট

রিপোর্টার – স্নেহাংশু চাকদার

৩০ জুলাই ২০১৬ বিকাল ৫টায় বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংস্থার দ্বিতলে "বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে" অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভার প্রারম্ভে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী বিভাস দাশগুপ্ত।

সমগ্র সভা পরিচালনার জন্য বিদায়ী কমিটির সভাপতি ও সহ সভাপতিবৃন্দকে নিয়ে সভাপতি মন্ডলী গঠিত হয় এবং সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী।

পরবর্তীতে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন বিদায়ী সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র। এসময়ের মধ্যে স্বদেশে ও বিদেশে অনেক জ্ঞানীগুণী জনকে আমরা হারিয়েছি। বাংলাদেশে ঢাকায় গুলশানের একটি হোটেলে জঙ্গি হানায় যারা প্রয়াত হয়েছেন, ফ্রান্সে বাস্তিল দিবসে প্রায় ৮৪জন মানুষকে লরি দিয়ে পিষে মেরে ফেলে, বিভিন্ন দেশে এই অশান্ত পরিবেশ ও হানাহানিতে বহু আবাল বৃদ্ধ বণিতা প্রাণ হারিয়েছেন। মধ্য প্রাচ্যের অশান্ত পরিবেশে প্রাণ বাঁচাতে লক্ষ লক্ষ জনতা স্বদেশ ছেড়ে অন্য দেশে আশ্রয় নেওয়ার পথে সমুদ্রে ডুবে হাজার হাজার আবাল বৃদ্ধবনিতা প্রাণ হারিয়েছেন। তাছাড়া বিগত বছরে যে সকল সদস্য ও প্রিয়জনের জীবনাবসান হয়েছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করে উপস্থিত সভ্যবৃন্দ দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন। সভাপতি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন, ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে। যার নামে আমাদের সংস্থা ডাঃ নর্মাণ বেথুন এর কর্মকান্ডের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরেন। সংস্থায় যে ধরনের কাজকর্ম করা হচ্ছে এবং যে ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বিশেষ করে ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করে সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করতে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

১০ম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণী পাঠ করেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার এবং তা অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বিদায়ী সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। তার প্রতিবেদনে সংস্থার সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠে তাছাড়া প্রবীণ ব্যক্তিদের সমস্যা এবং সমাধানের যে চেষ্টা সংস্থা করে যাচ্ছে তাও প্রতিবেদনে স্থান পায়।

২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী এবং তা সমর্থন করেন শ্রী নারায়ণ ঘোষ ও সংস্থা পরিচালনায় সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সংস্থা সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কোর কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র এবং তা সমর্থন করেন শ্রী অশোক রঞ্জন ধর।

২০১৬ -১৭ আর্থিক বছরের জন্য শ্রী গৌতম রায় চৌধুরীকে আভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষক নিযুক্তি করণের প্রস্তাব পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র তা সমর্থন করেন বিদায়ী সহ-সম্পাদক শ্রী সুরেশ কুমার দীক্ষিত। বেথুন ইন্সটিটিউটের পরিচালনায় ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক সম্প্রসারণের প্রস্তাব পেশ করেন ডাঃ প্রাণ শঙ্কর সাহা তা সমর্থন করেন বিদায়ী সহ-সভাপতি শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী।

২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের হিসাব পরীক্ষক নিযুক্তি করণের প্রস্তাব পেশ করেন বিদায়ী সহ-

সভাপতি শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী তা সমর্থন করেন শ্রীমতি উমা সাহা। ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকের নামে হিসাব খোলার প্রস্তাব পেশ করেন বিদায়ী সহ-সভাপতি শ্রী গৌতম রায়চৌধুরী। তা সমর্থন করেন বিদায়ী সহ-সম্পাদক শ্রী স্নেহাংশু চাকদার। সংস্থার ভবিষ্যত কর্মসূচী নির্ধারণ ও সাংগঠিনিক উন্নতির জন্য প্রস্তাব পেশ করেন বিদায়ী সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য এবং সমর্থন করেন বিদায়ী সহ-সভাপতি শ্রী সনৎ লাহিড়ী। ২০১৬-১৭ সালের জন্য সংস্থার প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ের বাজেট পেশ করেন বিদায়ী কোষাধক্ষ্য শ্রী নারায়ণ ঘোষ। সভাপতি মহাশয় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব, কোর কমিটি গঠন, ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক সম্প্রসারণের প্রস্তাব সহ সমস্ত বিষয়ের উপর আলোচনার জন্য উপস্থিত সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সহ উপস্থাপিত বিষয় সমূহের প্রতি সহমত পোষণ করে বক্তব্য রাখেন শ্রী মনোজ রায় চৌধুরী, শ্রী অরুণ কুমার মুখার্জী, শ্রী সুনীল কুমার সরকার, শ্রী অলোক সেন ও শ্রীমতি জয়শ্রী গুপ্ত।

উত্থাপিত প্রতিবেদন সহ বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর তারা কিছু প্রশ্ন উত্থাপন ও মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। উত্থাপিত প্রশ্ন সমূহের উত্তর প্রদান করেন বিদায়ী সহ-সভাপতি শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী ও বিদায়ী সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র। বিদায়ী সম্পাদক বলেন আশা করি নতুন কমিটি উত্থাপিত বিষয় সমূহ নিয়ে আলোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তারপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সহ উত্থাপিত সকল প্রস্তাব সমূহ উপস্থিত ১০৭ জন সদস্য দ্বারা অনুমোদিত হয়।

পরে বিদায়ী সম্পাদক আগামী বছরের জন্য ৪৭ জন সদস্যকে নিয়ে পরিচালন কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। ৪৭ জন হলেন (১) শ্রী পেলব মুখার্জী (সভাপতি) (২) শ্রী অধর রায় চৌধুরী (সহ-সভাপতি) (৩) শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য (সহ-সভাপতি) (৪) ডাঃ প্রাণ শঙ্কর সাহা (সহ সভাপতি), (৫) ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল (সহ-সভাপতি) (৬) শ্রী পরিমল ভট্টাচার্য (সহ-সভাপতি), (৭) শ্রী সনৎ লাহিড়ী (সহ-সভাপতি), (৮) শ্রী বীরেন্দ্র কৃষ্ণ রায় (সহ-সভাপতি), (৯) শ্রী মিহির বরণ রায় (সহ-সভাপতি), (১০) ডঃ সংঘমিত্রা দাসগুপ্ত (সহ-সভাপতি), (১১) ডঃ এম. কে মাহেশ্বরী (সহ-সভাপতি) , (১২) শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী (সহ-সভাপতি), (১৩) ডঃ নমিতা বাগচী (সহ-সভাপতি) (১৪) শ্রীমতি সুনীতি বোস (সহ-সভাপতি), (১৫) শ্রীমতি রাধা দত্ত (সহ-সভাপতি), (১৬) শ্রী দীপেশ মিত্র (সম্পাদক), (১৭) শ্রী স্নেহাংশু চাকদার (সহ সম্পাদক), (১৮) শ্রী সুরেশ কুমার দীক্ষিত (সহ সম্পাদক), (১৯) ডাঃ বীরেন মুজমদার (সহ সম্পাদক), (২০) শ্রী দেবব্রত নাগ (সহ সম্পাদক) (২১) শ্রী অশোক রঞ্জন ধর (সহ সম্পাদক) (২২) শ্রীমতী উমা সাহা (সহ সম্পাদক) (২৩) শ্রী নারায়ন ঘোষ (কোষাধক্ষ্য (২৪) শ্রী পার্থপ্রতীম চ্যাটার্জী (সদস্য) (২৫) শ্রী নারায়ণ দাস (সদস্য) (২৬) শ্রীমতি বকুল ব্যানার্জী (সদস্য) (২৭) শ্রী ঋষিকেশ দাস (সদস্য) (২৮) শ্রী মনোজ কান্তি রায় চৌধুরী (সদস্য) (২৯) শ্রী গৌতম চ্যাটার্জী (সদস্য) (৩০) শ্রী সুনীল চন্দ্র দে (সদস্য) (৩১) শ্রী রমা প্রসন্ন দত্ত (সদস্য) (৩২) শ্রী বাদল বিশ্বাস (সদস্য) (৩৩) শ্রী দেবব্রত দত্ত (সদস্য) (৩৪) শ্রী মনোরঞ্জন তালুকদার (সদস্য) (৩৫) শ্রী শশীকান্ত মোদক (সদস্য) (৩৬) শ্রী অরুনেন্দু ঘোষ (সদস্য) (৩৭) শ্রী জয়দেব সামন্ত (সদস্য) (৩৮) শ্রী অনুপ রায় (সদস্য) (৩৯) শ্রী প্রসেনজিৎ দে (সদস্য) (৪০) শ্রী রঘুনাথ রায় (সদস্য) (৪১) শ্রী প্রণব কুমার সরকার (সদস্য) (৪২) শ্রী বিজয় রাই (সদস্য) (৪৩) শ্রী জ্যোতিষ ভৌমিক (সদস্য) (৪৪) শ্রী ভবতোষ দাস (সদস্য) (৪৫) শ্রী স্বপন ঘোষ (সদস্য) (৪৬) শ্রী রথীন মৈত্র (সদস্য) (৪৭) শ্রীমতি পুতুল মৈত্র (সদস্যা) তাছাড়া সংস্থার কাজের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও ৫ জনকে আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন। তারা হলেন (১) শ্রী সৌরেন লাহিড়ী (২)

শ্রীমতি ছায়া মুখার্জী (৩) শ্রীমতি সরস্বতী সরকার (৪) শ্রী সুনীল সরকার (৫) শ্রীমতি সুতপা চ্যাটার্জী। উক্ত কমিটি সভায় সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। তারপর সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ পেরোনো ওষুধ

অধ্যাপক (ডাঃ) জ্ঞানব্রত শীল

সমস্যা ১- বাড়ির গিন্নির মাথা ধরেছে সন্ধ্যা থেকে, তিনি তখন কাউকে কিছু বলেননি, ভেবেছেন কমে যাবে, কিন্তু কমেনি, বরং চড়া মেজাজ জানাচ্ছে বেড়েছে। বৌমা ঘরের এজমালি ওষুধের কৌটো ঘেঁটে একটা প্যারাসিটামলের স্ট্রিপ পেলো, মোড়ক অক্ষত কিন্তু এক্সপায়ারি ডেট দেখে থমকে গেলো। খাওয়ানো যাবে কি যাবে না? এদিকে রাত প্রায় বারোটা,শ্বাশুড়ির মেজাজ ও চড়ছে 'মাথাটা আমার তাই আর কারো হেল-দোল নেই?'

সমস্যা ২ - প্রায় সব ওষুধের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী। ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি ১০০ টাকা ফী নিলে অন্ততঃ ৩০০ টাকার ওষুধ প্রয়োজনে তো বটেই এমনকি অপ্রয়োজনেও লিখবেন কারণ না লিখলে অনেক রোগী ক্ষুব্ধ হন ডাক্তার তাকে ঠকাচ্ছেন বা কিছু জানেনা মনে করে। বাড়তি ওষুধ অনেকেই সযত্নেই রাখেন কিন্তু তার ঘোষিত তামাদি হবার তারিখ ঠেকানোর কোনো উপায় নেই। ফেলে দেওয়া সহজ কিন্তু মনোবেদনাকর।

সমস্যা ৩ - নির্ভর যোগ্য বা আত্মীয় চিকিৎসকের কাছ থেকেও সদুত্তর পাওয়া যায় না, অনেকেই এড়িয়ে চলতে চান মূলতঃ অনেকের এ বিষয়ে বিশেষ জানা নেই অথবা ঝামেলা হলে সেটা সামলাবেন কীভাবে? এমন অনেক উদাহরণের সংখ্যা না বাড়িয়ে কিছু তথ্য আলোচনা করা যাক।

তথ্য - ১: 'এক্সপায়ারি ডেট'- এর অর্থ কী: সাধারণত মেয়াদ ফুরোনোর তারিখ দেওয়া থাকে। আইনগত ভাবে এর অর্থ, তৈরী হবার পরে ওষুধটি কোন তারিখ পর্যন্ত সেটি ১০০ শতাংশ কার্যকর থাকবেই। এর পরেও কতদিন তা ১০০ শতাংশ কার্যকর থাকবে তা দেখার দায়িত্ব কারো নেই। অর্থাৎ এটা ওই তারিখের পরেও নিয়মানুযায়ী রক্ষিত হলে তা ১০০ শতাংশ বা তার চেয়ে কম মাত্রায় কার্যক্ষম থাকতে / অথবা না থাকতেও পারে এবং তার জন্য কোম্পানী দায়ী থাকবে না।

তথ্য - ২: ওষুধের কর্মক্ষমতার মেয়াদ: বাস্তবে ওষুধের কর্মক্ষমতা সেটা তৈরীর মুহূর্ত থেকেই কমতে থাকে - 'এক্সপায়ারি ডেট' এ পৌঁছে তা হঠাৎ শেষ হয় না। গবেষণায় জানা গেছে বিধিসম্মতভাবে রক্ষিত হলে বহু ওষুধ কমপক্ষে ৫ বছর ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কার্যকর থাকে। অনেক ওষুধকে ১০ বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকতে দেখা গেছে। বড়ি এবং ক্যাপসুল অনেক বেশীদিন পর্যন্ত ঠিক থাকে। আমেরিকার সেনাবাহিনীতে ওষুধের খরচ কমানোর জন্য তার 'এক্সপায়ারি ডেট' - এর বদলে 'শেলফ-লাইফ' হিসাব করে জানা গেছে ১২২-টি ওষুধের মধ্যে ৮৮ শতাংশ এর বাড়তি কর্মক্ষমতা পাওয়া গেছে ১২ মাস থেকে ২৭৮ মাস পর্যন্ত এবং গড়ে ৬৬ মাস পর্যন্ত।

তথ্য - ৩ : মেয়াদ ফুরোনো ওষুধের বিপদ ও বিষক্রিয়া: অনেক ডাক্তার সহ ব্যবহারকারী মানুষের ধারণা মেয়াদ ফুরোনো ওষুধের বিষক্রিয়ার কারণে সেগুলি বিপজ্জনক। অদ্যাবধি কেবলমাত্র বাতিল টেট্রাসাইক্লিন থেকে কিডনির ক্ষতি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ সম্বন্ধে এমন কোনো গবেষণালব্ধ ও প্রকাশিত তথ্য জানা নেই।

তথ্য - ৪ : তরল ওষুধের বিশেষ সমস্যা: বড়ি, পাউডার ও ক্যাপসুলের তুলনায় তরল ওষুধের কার্যক্ষমতা তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়।

তথ্য - ৫: মেয়াদ ফুরোনোর পরে যে ওষুধগুলো একেবারেই ব্যবহার করা যাবে না: তড়কার ওষুধ, ডাইল্যান্টিন, ফেনোবারবিটাল, নাইট্রোগ্লিসারিন,

ওয়রফারিন, প্রোক্যান-এস.আর,থিয়োফাইলিন, ডিগক্সিন, থাইরয়েডের ওষুধ, প্যারাভিহাইড, মুখে খাবার গর্ভ নিরোধক, এপিনেফ্রিন, ইনসুলিন, চোখের ড্রপ।

তথ্য - ৬ : অনেকদিন আগে মেয়াদ ফুরোনো অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার: এমন ক্ষেত্রে চিকিৎসায় বিভ্রান্তি এবং অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণু তৈরী হতে পারে।

শেষ কথা: কোনো ওষুধ মেয়াদ ফুরোনোর দিনেই অকেজো হয় না। কে কবে অকেজো হবে তা সুনির্দিষ্ট নয় - তিন মাস থেকে তিন বছর বা বেশীও চলতে পারে। আরো বিস্তারিত জানতে, গুগুলে Health Rader Newsletter পড়তে পারেন।

।। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় স্মরণে।।

প্রশান্ত কুমার ধর

বিধান করেছ, অনেক কিছুর,
বিরামের ছেদ, ছিলো না তোমার,
তোমার নাম বিশ্ব জোড়া,
হৃদয় মাঝারে পেয়েছে স্থান।
তোমার দৃষ্টি বিদ্যুৎ ঝটিকা,
মানুষ পেত মুক্তি,
কঠিন ব্যাধি উধাও হত
তোমার কলমের শক্তির।
পানসে জীবনে এনেছ রঙ,
চূড়ান্ত সুখের সংজ্ঞা
তোমার টর্চের আলোয় তারা
খুঁজে পেয়েছে নতুন ঠিকানা।
তোমার ভাবনার রূপরেখা, ছিল অনেক গভীর,
খুঁজে পেতো না কেউ ঠাঁই,
সেই ভাবনার উৎকর্ষ নিয়ে এগিয়েছে বহুদূর।
কর্তব্য পালনে করনি আপস, এটাই ছিল তোমার বেশ।
স্বজ্ঞানে কাউকে, দাওনি ব্যথা,
টেনে নিয়েছ সকল যন্ত্রণা, নিজের বুকে
শুধুই দেখতে একগাল হাসি,
সুখে - শান্তিতে থাকুক ভারতবাসী।
যে কোনো আঙ্গিনায়, তুমিই ছিলে যোগ্যতম প্রতিভূ
তোমার হাসি-মুখ, আর হৃদয় দিয়ে,
করেছ জয় মানুষের প্রাণ,
তাইতো তুমি সকলের কাছে, আমাদেরই প্রিয় বিধান।

সংবাদ প্রবাহ

বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে সংকলিত

সংকলনে - অশোক রঞ্জন ধর

১। আমাদের রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ এর নাম পরিবর্তন করে বাংলায় 'বাংলা' বা 'বঙ্গ' এবং ইংরাজীতে 'বেঙ্গল' করার চিন্তা ভাবনা চলছে।

২। মনিপুর থেকে 'আফস্পা' প্রত্যাহারের দাবীতে গত ১৬ বছর ধরে অনশনরত ইরম শর্মিলা চানু সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে তিনি অনশন ভঙ্গ করে আগামী বছর নির্বাচনে (বিধানসভা) লড়বেন এবং বিয়ে করবেন।

৩। প্রবীণদের নিরাপত্তা ও পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে আয়া / ও পরিচারিকাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেবার চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সমাজ কল্যাণ বিভাগ।

৪। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ সরকার একটি ভিন্ন মন্ত্রক গঠন করেছে, যার মূল দায়িত্ব মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা। ভারতে বিষয়টি এই প্রথম।

৫। কেরল রাজ্যের নূতন সরকার প্রথম বাজেটে পিৎজা, বার্গারের ন্যায় জাঙ্ক ফুডে ১৪.৫ শতাংশ কর বসিয়েছে। চলতি কথায় এর নাম "ফ্যাট ট্যাক্স"।

৬। মোহনা সিংহ, আভানি চর্তুবেদী ও ভাবনা কান্থ, নূতন ইতিহাস রচনা করলেন। এঁরা হলেন ভারতীয় বায়ু সেনার যুদ্ধ বিমানের প্রথম তিন মহিলা পাইলট।

-ঃ সম্পাদকীয় ঃ-

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, আশা করি পরিবার পরিজন সহ কুশলে আছেন। স্বাধীনতার ৬৯তম বার্ষিকীতে 'প্রবীণ বার্তা' আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে খুবই আনন্দিত।

গত ২৮শে জুলাই বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রের সরস্বতী মহাশ্বেতা দেবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বৎসর। তাঁকে আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

সাম্প্রতিক কালের দুটি মৃত্যু আমাদের হতচকিত করে দিয়েছে। প্রথমটি সতেরো বছরের কিশোর আবেশ দাশগুপ্তের মৃত্যু। জানা গেছে সানি পার্ক আবাসনের এক কিশোরীর জন্মদিন উপলক্ষে আবাসনের বেসমেন্টে সারপ্রাইজ পার্টিতে ভাঙ্গা মদের বোতলে আঘাত পেয়ে আবেশের মৃত্যু হয়। ঘটনাটি অভিভাবকদের প্রতিদিক নির্দেশক। সন্তানদের অবাধ স্বাধীনতা ও প্রয়োজনের বেশী অর্থ জোগানে রাশ টানা খুবই জরুরী। দ্বিতীয়টি মেটিয়াবুরুজের ৪৭ বৎসরের প্রতিবাদী নজরুল ইসলামের মৃত্যু। তার সক্রিয় প্রতিবাদ ছিল বেআইনি হুকিংয়ের, বিরুদ্ধে'। এই অপরাধে ২৯শে জুলাই রাতে তাকে দুষ্কৃতিরা পিটিয়ে মেরে ফেলল। আমরা প্রবীণ অশক্ত তবু সমাজের এই উছৃঙ্খলতা আমাদের পীড়া দেয় - সেজন্য সংবাদ মাধ্যমে বহুল প্রচারিত ঘটনাগুলি পুনরায় উল্লেখ করলাম। পরিবার দ্বয়ের সদস্যদের বলছি আমরাও শোকার্ত এবং ব্যথিত।

আমাদের সংস্থার একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা হয়ে গেল গত ৩০শে জুলাই, ২০১৬-১৭ এর জন্য ৪৭ জনের একটি পরিচালন পর্ষদ গঠিত হয়েছে। আশা রাখি নতুন কমিটি সকলের সহযোগিতায় গৃহীত কর্মসূচী গুলিকে সঠিক ভাবে রূপায়িত করবে।

দেশের বেশ কিছু অংশ বন্যায় আক্রান্ত। বন্যাক্লিষ্ট দুর্গতদের পাশে আমাদের সীমিত সাহায্য নিয়ে আমরা অবশ্যই আছি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন আসুন সকলে মিলে ভাল থাকি।

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্যের জন্য আমাদের আবেদনে যাঁরা ইতিমধ্যে সাড়া নিয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা আমরা ফেব্রুয়ারী, হতে জুলাই ২০১৬ সংখ্যায় প্রকাশ করেছি।

এছাড়া ১৫ই জুলাই, ২০১৬পর্যন্ত দাতাদের নামের তালিকা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছি।

এরপর থেকে আরও যাঁরা দান করেছেন তাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রকাশিত হল ঃ-

ক্রমিক নং	ঠিকানা	টাকা
১৪১) অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী	১৬২/বি/২০৩ লেক গার্ডেন্স কলিকাতা - ৭০০ ০৪৫	৫,০০০.০০
১৪২) শ্রী সচ্চিদানন্দ চৌধুরী	৬৪ কেন্দুয়া মেইন রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০৮৪	১,০০০.০০
১৪৩) ডাঃ প্রাণ শংকর সাহা	বি-৩০ কাটজুনগর - কলিকাতা - ৭০০ ০৩২	৫০০,০০
১৪৪) অমলেন্দু ঘোষ এবং রেবা ঘোষ এর স্মরণে -	১৮০/৩, হরিশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা - ২৬	৫০০,০০
১৪৫) শ্রী তুষার পঞ্চানন	ইন্দা, খড়্গপুর	৫০০,০০
১৪৬) শ্রী ভূপেন্দ্র ভূষণ চন্দ	এ-১১ ব্রহ্মপুর, কলিকাতা - ৭০০ ০৯৬	৩০০,০০
১৪৭) শ্রীমতি শঙ্করী চ্যাটার্জী	৩/৩১ এ রাজেন্দ্র প্রসাদ কলোনী - কলিকাতা - ৭০০ ০৩৩	২০১,০০
১৪৮) শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী	২১ কবি সুকান্ত লেন, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৫	২০০,০০
১৪৯) শ্রীমতি কৃষ্ণা মুখার্জী	১২০/৩, সন্তোষপুর এভিনিউ, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৫	২০০,০০
১৫০) শ্রী সুধীর রঞ্জন রায়	রামবাবু ঘোষ রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০৪০	১০০,০০
১৫১) শ্রী বিমান বরুয়া	এ-৩৪, কাটজুনগর, কলিকাতা - ৭০০ ০৩২	১০০,০০

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethunæ±ō Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045. Editor - Sri Dipesh Mitra. E-mail-bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in